খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 11 • 15 November 2016 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

শীতের পদধ্বনি শোনা যাবে এ মাসের শেষে বা ডিসেম্বরের গোড়ায়। শীত মানেই তো নলেন গুড়ের সন্দেশ, জয়নগরের মোয়া, বিভিন্ন মেলা, নানান সুখাদ্যের সম্ভার এবং অবশ্যই পিকনিক। জানুয়ারির শুরুতেই যথারীতি অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিক।

এ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় বিস্তৃত প্রতিবেদন লেখা হয়েছে তাই এবারের মতো এখানেই ইতি টানছি।

বিজয়া সম্মেলন

৬ নভেম্বর, সন্ধ্যায়, স্কুল হলে অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজন করেছিল বিজয়া সম্মেলন।

শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী দীপাঞ্জন বসু। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এস্রাজ বাদন দিয়ে। এ ধ্রুপদী বাজনাটি অত্যন্ত সুন্দর করে পরিবেশন করে ২০১০ সালের উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র অর্ঘ্য মণ্ডল। প্রথমে রাগাশ্রয়ী সুর ও পরে 'আমারে ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কোন ক্ষ্যাপা সে' গানটি বাজিয়ে প্রাক্তনীদের প্রশংসা অর্জন করে অর্ঘ্য। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনস্ট্রুমেন্টে স্নাতক সে।

এর পরে বাঁশী নিয়ে উপস্থিত হয় ২০১৪ সালের ছাত্র শুভজিৎ হোড়। বাঁশিতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনায় নিমগ্ন। বহু গুণিজনের সান্নিধ্যে এসেছেন। প্রথমে সে 'ইমন' রাগ বাজিয়ে শোনায়, পরে বাজায়, 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে' গানের সুর।

উপস্থিত প্রাক্তনীরা এই দুই নবীন প্রতিভাবান শিল্পীর বাজনারই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আমরা এই দুই নবীন শিল্পীর উজ্জ্বল সাংগীতিক জীবন কামনা করছি। এ বছর ১৯৬৬ সালের ছাত্ররা বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হবার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করলেন। ৬৬-র ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রী কল্যাণ রায় জানালেন, তারা বিদ্যালয়কে সামান্য সহায়তা করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

(এরপর তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

অ্যালমনির পিকনিক

২০১৭ সালের প্রথম রবিবারটি পয়লা হওয়ায় আগামী বছরের অ্যালমনির পিকনিকের দিনটি নির্ধারিত হয়েছে দ্বিতীয় রবিবার অর্থাৎ ২০১৭ সালের চড়ুইভাতি ৮ জানুয়ারি। যাব মধ্যমগ্রাম। স্কুল থেকেই বাস ছাড়বে। আনন্দের কথা এবারে পিকনিকের টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। মাথাপিছু অনুদান ৪৬০/- আর সস্ত্রীক ৯০০/-। '১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা তারপর পাশ করা ছাত্রদের মাথাপিছু ৪১০/-। নথিভুক্ত করতে হবে ৩০.১২.২০১৬-র মধ্যে আর জানুয়ারি মাসে নাম নথিভুক্ত করলে মাথাপিছু ৫০/- অতিরিক্ত দিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি তোমার আসনটি বুক করে দিও।

চলে গেলেন শিক্ষক শ্রী অধীর চন্দ্র পাল

গত ১১ নভেম্বর ২০১৬ বিকেল ৫.৪৮ মিনিটে ফেসবুকে রজত ঘোষের পোস্টটি কয়েক হাজার ছাত্রের বুক ভেঙে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল "চলে গেলেন অধীর বাবু, স্যার অধীর চন্দ্র পাল"। শিক্ষক অনেকেই, কিন্তু এইরকম আপাদমস্তক শিক্ষক বিরল। তাই তিনি এতটাই ছাত্রপ্রিয়। কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ বছরের পুরোনো ছাত্রদের শিক্ষককে হারিয়ে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোন মাধ্যমে এতটা স্মৃতিমেদুরতা, এতটা শোক সাধারণত দেখা যায় না। অধীরবাবুকে আজ আমরা সম্মান জানাব তাঁদের স্মৃতিচারণায়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে ও মুদ্রণের তাড়ায় সবারটা দেওয়া সম্ভব হল না।

Koushik Das *purono bondhu der sathe katha hole aj o oner katha amader kathe uthe ase.. we miss you sir... apnake bhulbo na amra...*

Anup Kumar Chanda '67 *Some persons are born to be teachers. Adhir babu was one of them. Distinguished and dedicated. May his soul rest in peace. Deep condolences to the bereaved family.*

Dhruba Gupta '68 *Very sad to read about the demise of our beloved Sir. MAY HIS SOUL REST IN PEACE!*

(এরপর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

এই সংখ্যাটি শৌভিক কুমার ঘোষ ১৯৯০ এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

(চলে গেলেন শিক্ষক... প্রথম পাতার পর)

Dibyendu Lal Bhattacharya *Jagatbandhu Institution er sab students er kachhe eta ekta bhisan kharap khabar, nuisance kharap khabar. May his soul rest in peace!*

Chinmoy Guha '75 *My God! Gobhir sraddha janai, Ashadharon manush...ashdharon sikkhak*

Partha Roy '87 *Bahu smriti roye galo....*

Kaushik Hazra '01 *Khub kharap laglo sune...mon ta kharap hoye gelo...hothat kore? Naki kono chronic disease e vugchilen?*

Kaushik Chatterjee *onek golpo ..onek smriti mone porche .....mon ta kharap hoye gelo*

Debajyoti Chakraborty *Khub kharap lagche. Ek ek Kore Sobai chole jachhen. RI*

Kalyani Bal *(teacher) Monta khub kharap hoye gelo. Jekhane gechhen shantite thakun. Tar atmar shantikamona kori.*

Tapas Saha *(teacher) what a shocking news....kobe holo? Onek purono smriti mone porche. Bhalo thakben sir*

ইন্দ্রনীল সরকার - মন খারাপ করা একটা খবর। ১৭-১৮ বছর পুরোনো কিছুদিন চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

মহর্ষি ঘোষ - খুবই দুঃখিত। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে স্যারের সাথে।

রজত ঘোষ '৮৫ - অধীরবাবু ... জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের একটি উল্লেখ্য নাম। একটা সময়ের আইকন। ধুতি আর প্যান্ট - এই দুই যুগের মেলবন্ধক। দুটি প্রজন্মের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব, নিবিড় সম্পর্ক। মনে হয় সহজ করে জীবনকে দেখার ফল। সহজ সরল রসবোধ স্যারকে আলাদা একটা উচ্চতায় উন্নীত করেছে। স্যারকে আমার পাওয়া দুভাবে ছাত্র হিসেবে আর সহকর্মী হিসেবেও। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অনন্য। শিক্ষকতায় এসে সেই অনুভব উপলব্ধ হয়েছে বারংবার। একটা বিদেশি ভাষাকে রপ্ত করতে যেমন নিজে তৎপর (নির্দ্বিধায় পকেট ডিকশনারি দেখতেন), তেমনই তৎপরতা ছাত্রদের সহজ করে ইংরেজি শেখানোয়। ইংরেজি সাহিত্যের প্রাক্তনী চিন্ময় গুহ '৭৫ এক অনুষ্ঠানে স্যারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শিক্ষাক্ষেত্রে 'স্বেদাক্ত শ্রমিক' বলে উল্লেখ করেন এবং তার এই কৃতিত্বের সবটাই চৈতন্যবাবুর (স্কুলের তৎকালীন ইংরেজির শিক্ষক) সঙ্গে অধীরবাবুকে অর্পণ করেন। স্যারের সূক্ষ্ম রসবোধ, কর্মনিষ্ঠা তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে অধীরবাবু চিরন্তন হয়ে থাকুক। প্রণাম।

কৌশিক পাল '৯৬ - ''আগে পাঁচ মিনিচ ভেবে নে, তারপর বল''। অধীরবাবু ক্লাসে এসে রোলকল করার আগেই খস্‌খস্‌ করে লিখে ফেললেন সেদিনের আলোচনার বিষয় - 'হাউ টু প্রিপেয়ার টি'। চা কীভাবে তৈরি করতে হয় তা লিখতে হবে ইংরেজিতে। সবেমাত্র মর্নিং ছেড়ে ক্লাস সিক্স ডে। ওঁনার প্রথম ক্লাস আমরা বেশ ভয়ে ভয়েই রয়েছি। বলতে গিয়ে তো প্রায় ল্যাজেগোবরে হলাম। একে একে সকলেই আমারই মতো ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল। প্রতিটি ভুল উনি প্রত্যেককে শুধরে দিলেন। পরবর্তী সময়ে ওঁনাকে বিভিন্ন ভাবে দেখেছি। - কখনো রেগে গিয়ে নিলডাউন করে দিতেন, আবার কখনো বা হাসি ও মস্করার মাধ্যমে পড়ার গুরুগম্ভীর পরিবেশ লঘু করে দিতেন। কিন্তু ছাত্রদের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় কোনো খাদ খুঁজে পাইনি।

অধীরস্যার তোমায় / সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫

স্কুলের করিডরে
ওই পায়ের শব্দ আর শোনা যায় না।
শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ ক'রে
তর্জনী মুখে 'চুপ', 'চুপ', 'চুপ'।
খদ্দরের পাঞ্জাবী আর ধুতির খোলসে
আমাদের মাস্টারমশাই।
মুখে ইংরেজি ব্যাকরণের খই
ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ির ঠোক্কর।
তারই মাঝে অমনোযোগীর পিঠে
সশব্দ শাস্তির বোল।
সমস্ত ক্লাস জুড়ে খদ্দরের ঝড় -
পড়ায় ভালোবাসায় শাস্তিতে
আমরা হৃদয় দিয়ে বসি
অধীর স্যার তোমায়।
অনেক বড়ো হয়ে গেছি স্যার।
কেউ বা আপনার মতোই ইংরেজির মাস্টার,
কেউ বিদেশে হরবখত্ কথা বলে ইংরেজিতে।
তবু মনে পড়ে সেই চক ডাস্টার
শীতে গলায় মাফলার
মাস্টারমশাই - ইংরেজির ব্যাকরণ হাতে
স্কুলের করিডরে তাঁর পায়ের শব্দ।
সমস্ত দিন ধরে ইংরেজির লজ্জ
অথচ দিনান্তে জনান্তিকে তাঁকেই জিজ্ঞেস করি -
গ্রামারে কোনো ভুল হয়ে গেল না তো স্যার?

দেবপ্রতিম ভট্টাচার্য, '৮৭ - Purono dingulo aj onektai jhapsha tobu jeno kichu kichu jhalak diye bhese uthlo mone, ki bolbo eke? Glimpses of glory naki onno kichu? Mone pore grammar bhul korle Adhir babur patent dialogue, "Bangla school er chele gulo sarajibon sudhu hege mute chora katbe"... Aj jibon sayanhe ese bujhte pari koto ghobhir bhalobasa niye sotti kotha koto onabil bhabe bolte parar khomota chilo onar. School poroborti jibon eo ek adhbar onar sannidhya labher sujog amar hoyeche, onar putro Ashim,ekhon bodhoy CA, ar ami ek e Sir er kache Economics ar Statistics portam, sei sutre onar bariteo koekbar giyechi, barite ekebarei onno manush chilen uni. Amar simaboddho khomotae onar purno smriticharoner spordha dekhanor Moto dhristota ami korbo na sudhu etuku boli jonom jonom jeno onake pai ami Shikshok hisebe, onar atma chiro shanti pak ei kamona

(চলে গেলেন শিক্ষক... দ্বিতীয় পাতার পর)

kori. Aj amra jibone jetuku sarthok bhabe chora kat te parchi seta onar obodan chara osombhob chilo. Uni onar shiksha daner madhyome jibon jure palon korechen Rabindranath er nirdesh," tomar potaka jare dao/ tare bohibare dao shokti"... Uni amader sudhu bideshi bhasar shikshai den ni take upojukto bhabe proyog korar bidyao obhyas koriechen ek e rokom nishtha bhore,tai boli," oh my beloved teacher please take salute from a solitary reaper of your field, your job is over, now its our turn to pay it back not to you but to future society".

দেবদীপ দে, '৮৭ - Adhir Babu is one of the teachers for whom I am being able to communicate in English today. I couldn't forget those school days and his relentless effort to correct notes and help me writing correct and good English.

সন্দীপ চক্রবর্তী - অধীরবাবু প্রকৃতই ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন। ওইরকম ঋজু ভঙ্গি, টানটান সিধা মেরুদণ্ড, লম্বা পদক্ষেপ - সব মিলিয়ে একজন আদর্শবাদী মানুষ। স্যার শুধু ইংরেজি নয়, বহু বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

Debanda Bagchi - He was one of the Gem Teachers of Jagadbandhu Institution. I have never seen him except being well dressed from top to bottom. After the school was over he used to take some light refreshment like Dal, Kochuri in the famous Sree Mistanna Bhander of Fern Road and drank water only in the earthen pot but never in the glass of the shop. His sense of humour was of very high order. Whatsapp is not enough to describe him.It may shared face to face. I pay homage to him and to his departed soul.

সুবীর কুমার দাস '৮০ - আমি অধীরবাবুর মুগুর-হাতের কিলঘুষির (হালকা তামাকের গন্ধযুক্ত) একটা কথা বলি। আমি এখনও বুঝতে পারিনি উনি আমাদের ক্লাসের (IXC) একটা ছেলেকে (বোধহয় দিলীপ সাহা) ইংরেজি ক্লাসে ঢুকেই নিয়মিত ডেকে কানে কানে কী বলতেন, তারপর প্রয়োগ করতেন কিলঘুষি। তারপর পড়াতেন। মজার ব্যাপার, দিলীপকে জিজ্ঞেস করেও ওই ব্যাপারে আমরা কোনোদিন উত্তর পাইনি। তো এইরকম একজন মাস্টামশাইকে আমরা হারালাম। আমাদের সেই দিনগুলো কী সুন্দর ছিল।

শৌভিক ঘোষ '৯০ - স্কুলে ধুতি ও খাদি পাঞ্জাবী পরা আমার দেখা একমাত্র শিক্ষক। অধীরবাবুর জীবনচর্চা ও জীবনচর্যা তাঁকে সকলের থেকে আলাদা করে।

(বিজয়া সম্মেলন, প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এবারের বিজয়া সম্মেলনের সাংগীতিক পর্বটি স্পনসর করেছেন '৬৬ সালের প্রাক্তনীরা।

৬৬ র প্রাক্তনী অধ্যাপক আশিস সেন, 'পুছনা ক্যায়েসে ম্যায়নে' ও 'ক্যায়সে লাগা চুনরি মে দাগ' গান দুটি পরিবেশন করে উপস্থিত প্রাক্তনীদের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলেন। ১৯৭৩ সালের প্রাক্তনী শ্রী সৌমেন চট্টোপাধ্যায় অখিল বন্ধু ঘোষের 'ও দয়াল বিচার কর' গানটি পরিবেশন করে উপস্থিত সকলের মনে নস্টালজিয়ায় ভরিয়ে তোলেন।

আরেক প্রাক্তনী, নবীন চিত্র পরিচালক রাজা ঘোষ, স্কুলের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরম্পরার বিষয়ে সপ্রশংস বক্তব্য রাখেন। ১৯৮০ সালের ছাত্র অমিত মুখোপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

২০০৮ সালের ছাত্র সোমক 'অদ্ভুতম' ব্যাণ্ডের স্প্যানিশ গীটারে রাগ ও আরবীয় আঙ্গিকে একটি সুর বাজিয়ে সকলের প্রশংসা পায়। ইনস্ট্রুমেন্ট ও গীটার নিয়েই তার সংগীতসাধনা। সৌরভ, শুভ, নীলাঞ্জন গানে ছিল অনবদ্য, সঙ্গে কীবোর্ডে যোগ্য সহায়তা করেছে সাগর। সাগর প্রবীণ প্রাক্তনীদের গানের সঙ্গেও যোগ্য সঙ্গত করেছে। সৌরভ সরকার বাউল ও দরবেশি গানের সঙ্গে গীটার ও অন্যান্য যন্ত্রানুষঙ্গে পারদর্শী, তেহাইব ্যান্ডেরস ঙ্গেয ুক্ত।শু ভচ ক্রবর্তী' ১৩৫ রাদ্দুরব্যান্ডেরস ঙ্গে ২০১৪ ডুয়ার্স উৎসবে বালুরঘাট নাট্য একাডেমি, বিশিষ্ট শিল্পী মনসুর ফকিরের আড্ডায় সংগত করেছে সম্মান ও স্নেহের সঙ্গে। ২০১৫তে রিবার্থ ব্যান্ডে কেক এবং যৌথভাবে সুর করা শুরু, পণ্ডিত অসিত লাহিড়ির সান্নিধ্যে ক্যালকাটা স্কুল অব মিডজিকে সাধনায় রত। নীলাঞ্জন মুখার্জি '৯৫- সংগীত বিষয়ে শিক্ষকতা করছেন প্রায় দশ বছর। লক্ষ্মীছাড়া ব্যান্ডে ভোকাল এবং গীটারিস্ট হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখন সংগীতসাধনা এবং পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন। আর শিবঙ্কর পাল ২০০২, সাগর নামে যে সমধিক পরিচিত, ছাত্রাবস্থা থেকেই সে প্রতিভার স্ফূরণ ঘটাতে সক্ষম, ১৮টি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কৃতিত্বে এবিপি ট্যালেন্ট সার্চ পুরস্কার পেয়ে জীবন শুরু। মাউথ অরগ্যান থেকে বাঁশি, সন্তুর সবেতে পারদর্শী সাগর। রবীন্দ্রভারতীতে পড়ার সূত্রে পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্যের দল ব্লেনডসে পদার্পণ। সেই সূত্রে বিকু বিনায়ক, সিলভা গণেশ, ওস্তাদ সাবির খান, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ প্রমুখের সান্নিধ্যে আসা, সর্বভারতীয় ইটিভি, জিটিভিতে অনুষ্ঠান ও সাক্ষাৎকারদানের সুযোগ। বহু সিনেমার সুরকার সাগরের সুরে কুমার শানু, জোজো, শানের মতো শিল্পীরাও কণ্ঠ দিয়েছেন। বর্তমানে 'হামসাফি' ব্যান্ডে সঙ্গে যুক্ত - বহু পুরস্কারে ভূষিত শিবঙ্কর পাল।

'অনাথের নাথ গোরারে', 'টেলিফোন' ইত্যাদি নিবেদন উপস্থিত প্রাক্তনীদের এ সময়ের গানের ভিন্ন স্বাদ দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কোনো এক জায়গায় 'বিজয়া' প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে আমরা জানি বিজয়া মানে বিসর্জনের বেদনা, চলে যাওয়ার খেদ আর বিদায়ের শুরু। কিন্তু প্রতিটি বিজয়াতেই আছে পুনরুত্থানের ডাক, বোধনের আবাহন এবং আগমনীর সুর। আর তাই কবির ভাবনাতেই বলি আমাদের স্কুলের অ্যালমনির এই উদ্যোগও শুধু শুকনো সাধুবাদের প্রত্যাশী নয়, বরং আগমনীর মতো এইরকম অনুষ্ঠান ও সম্মিলনীর পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশা জাগায়।

- সুকমল ঘোষ '৬৯

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

শকুনি আর দুর্যোধনের প্রকৃত যৌথ পাণ্ডব-অপমানের প্রয়াসটা কেবলমাত্র দ্যূতক্রীড়ার অংশেই কিন্তু সীমাবদ্ধ। মহাভারতের সমগ্র আখ্যানেই এই মামা-ভাগ্নের জুটি রূপটি খুব প্রকটভাবে প্রকাশিত হলেও তাঁদের যৌথ performance বলতে এই যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলতে আমন্ত্রণ করাটাই। কারণ, জতুগৃহদাহ-র পরিকল্পনাটা ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী পুরোচন-এর ছিল। অজ্ঞাতবাস পর্বে বিরাটের গো-হরণের উস্কানিটা কর্ণের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দুর্যোধনকে অনেকটাই ইন্ধন যুগিয়েছিল দুঃশাসন। আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা, যেখানে বলা চলে ধৃতরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতই কুরুবৃদ্ধদেরও যোদ্ধা হতে বাধ্য করেছিল। এবং এই যুদ্ধের প্রাক্কালে কৌরব দূত হয়ে পাণ্ডব শিবিরে গিয়ে কটূকথার তুফান ছুটিয়েছিল বটে, শকুনি-পুত্র উলুক কিন্তু সেটাকে ঠিক শকুনির performance বলা চলে না। পূর্বের তিনটি উদাহরণে জতুগৃহ দহনের পরিকল্পনাটার মধ্যে বেশ একটা পোক্ত diplomacy-র আভাস পাওয়া যাচ্ছে; রাজাকে তোষণ করতে মন্ত্রীদের আটঘাট বাঁধা পাকা planning ই আসা উচিত। বিরাটের গো-হরণের প্রস্তাবটার মধ্যে কর্ণের বীরচিত ও যোদ্ধা মনোভাবই প্রস্ফুটিত হয়। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনাটার মধ্যে বড়োলোকের বখে যাওয়া ছেলের উদাহরণটাই বেশী মনে পড়ে এবং দুর্যোধন বা দুঃশাসন মোটেও তার থেকে আলাদা নয়।

দ্যূতক্রীড়ার অংশটাতেই বসেই মহাভারতের মত দর্শনে গুরুভার, রাজনীতিতে জটিল এবং ঘটনা পরম্পরায় অতি নাটকীয়তা-পূর্ণ আখ্যানকাব্য যেন কেমন খানিকটা টাল খেয়ে যায়। সমগ্র মহাকাব্য জুড়ে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রকে যেসব নীতিস্তম্ভ দিয়ে গড়া হল, সেগুলো যেন এক লহমায় ভেঙে পড়তে চায়। এই পাশাখেলায় পাণ্ডবদের সর্বস্ব লুঠ আর দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা - এই সবের সামনে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর - সবার নীতিবাক্যগুলোই দিশাহীন ফাঁকা আওয়াজের মতো শোনায় যেন।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্বল্প সময়ের তিন শিক্ষক

দিলীপকুমার সিংহ, ১৯৫৩

শিরোনামের শিক্ষক মহাশয় বালীগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রথম দুজন চল্লিশ দশকের শেষের দিকে প্রথম জনকে পেয়েছি চতুর্থ শ্রেণীতে, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে। পাঠ্যপুস্তক ছিল, সেকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ও একডালিয়া প্লেস নিবাসী, ডঃ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা বই প্রকৃতি পরিচয়। স্যার (হেমেনবাবু)কে কোনোদিন বই দেখে বিজ্ঞান পড়াতে দেখিনি। বই টেবিলের উপরে থাকত; পরে পড়তে বলতেন। পাঠের বাস্তবায়নগত শ্রেণীকক্ষে আনা বেশ কিছু সামগ্রীর মাধ্যমে। বিজ্ঞানের রসদ যে প্রাথমিক চর্চার স্তরে সমৃদ্ধি জোগাতে পারে, তা কিছুটা মালুম পাওয়া যেত সে সব ক্লাসে। বলতে গেলে, প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানের সরস আত্মিকতা, যে পাঠ্যক্রমাতিরিক্ত হতে পারে, তা ফিরে দেখলে মনে হয়, পরে তিনি চলে যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রসায়ন বিজ্ঞানের এক বিজ্ঞানোগারের কাজে; কিছু পরে যোগদান করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহারীলাল কলেজ অব হোম সায়েন্সে বিজ্ঞান বিভাগে, শিক্ষক হিসাবে এবং সেখান থেকেই, অবসর গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে পিতৃদেবের সহকর্মী ও তার পুত্র অমরেশ্বর দাশগুপ্ত আমার সহপাঠী পরবর্তীকালে আমি তাঁর স্নেহধন্য হয়েছিলাম। তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন, স্কুলের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাক্তনীর থেকে তাঁর পড়ানো সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। উনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাওয়ার পরে, এলেন বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে প্রফুল্লকুমার ঘোষ, সরাসরি বই না দেখে বিজ্ঞান পড়ানোর শৈলী বজায় থাকল।

(ক্রমশ)

facebook -এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৮৯৮১৭৫২১০০

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.